কল্পচোখে মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবী!

তানজিরুল হুসাইন রাববি

শ্রেণী: ৯ম রোল:৩৯

বরিশাল জিলা স্কুল

প্রভাতী শাখা (খ)

সন: ২০০৩

………………..

.

ধরুন ভবিষ্যত পৃথিবীর গল্প এটা।

আজ থেকে ৫০ কিংবা তার চেয়ে অধিক বছর পরের।

পৃথিবীতে মারাত্রক হারে ধ্বংসাত্বক ও জঘণ্য কাজ চলছিল তখন। বিজ্ঞানের দারুন অপব্যবহার হচ্ছিল। কেননা তখন একদেশ অন্যদেশের থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তখন মঙ্গল গ্রহে প্রানী ও জীবের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। ভবিষ্যতের এসব নিয়ে তৈরি করেছি আমার গল্পটি।

.

.

মঙ্গল গ্রহে….

মঙ্গল গ্রহে মার্টিন নামে একজন বিজ্ঞানী বাস করতেন।

মার্টিন তার অটো গ্লাসে দেখনে পান, পৃথিবীতে ধ্বংসাত্বক কাজ ব্যাপক হারে চলছে। এভাবে যদি চলতে থাকে তবে 50-60 বছরের মধ্যে পৃথিবী নামক গ্রহটি ধ্বংস হয়ে যাবে। গ্রহটি ধ্বংস হয়ে গেলে তার নিজ গ্রহ মঙ্গলের বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না ঠিকই, কিন্তু ধ্বংসের প্রভাব আশেপাশের গ্রহগুলোর উপর পরতে পারে। বিশেষ করে তার গ্রহের উপর। এই ভেবে মার্টিন তার সেক্রেটারী লিউকে ডাকলেন। লিউ হলো মার্টিনের তৈরী বিশেষ রোবট।

মার্টিন: লিউ ‍লিউ!

লিউ: আপনি আমাকে ডেকেছেন মহাজ্ঞানী মার্টিন?

মার্টিন: হ্যাঁ, তুমি BDC-কে খবর দাও এবং তাকে বলো যে আমি তার সাথে কিছু বিশেষ আলাপ করতে চাই।

লিউ: তাই হবে মহাজ্ঞানী মার্টিন!

এই বলে লিউ চলে গেল।

.

BDC হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুপার কম্পিউটার। সে নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কম্পিউটারের ক্রমবর্ধমান প্রসার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে যন্ত্রমানব কর্তৃক মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছে। BDC তারই অনন্য উদাহরণ। মার্টিন বিডিসির সাথে ভূ-ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতো। যেহেতু বিডিসি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতো এবং যেকোন ছোট-বড় সমস্যায় পৃথিবীর বিজ্ঞানীদেরকেও সাহায্য করতো বলে সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পিউটারের খেতাব পেয়েছে।

.

যাই হোক লিউ কিছুক্ষণ পরে এসে খবর দিলো-

মার্টিন: কী হলো?

লিউ: BDC এখন ব্যস্ত, সে এখন যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে না, পরে তার সাথে কথা বলা যাবে।

মার্টিন: ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।

.

.

কয়েকদিন পর BDC কথা বললো মার্টিনের সাথে।

মার্টিন: আপনাদের পৃথিবীতে যেভাবে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে 50-60 বছরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে সৌরজগতের বাসযোগ্য এ গ্রহটি!

BDC: আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি কি করব বলুন? আমি নিছক কম্পিউটার মাত্র। মারামারি, যুদ্ধ এসব মানুষেরাই করছে আর তাদের ইন্ধনে নিয়ন্ত্রিত রোবটগুলো তবে মূল পরিকল্পনাগুলো তো মানুষেরই ব্রেনপ্রসূত। আমার কাজ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সমস্যায় সমাধান করা, আমার অপারেটিং সেটিংস সেভাবেই দেয়া।

মার্টিন: তবুও…

BDC: ঠিক আছে, তাহলে আপনার সাথে বিস্তারিত কথা বলতে হবে। আপনি একবার আসুন আমাদের গ্রহে।

মার্টিন: কিন্তু….

BDC: কোন কিন্তু তিন্তু নয়। আপনি আমাদের গ্রহে আসবেন। পৃথিবীকে বাঁচাতে মঙ্গলেরও প্রয়োজন রয়েছে।

মার্টিন: তারপরেও কিন্তু থেকে যায়। কারণ, আপনার গ্রহের আবহাওয়ার সাথে মঙ্গলের আবহাওয়া মিলবে না।

BDC: সে ব্যবস্থা আমি করব। আপনি যে অঞ্চলে ল্যান্ড করবেন সে অঞ্চলকে কৃত্রিম তাপমাত্রায় আপনার গ্রহের আবহাওয়ার মত করে দিব।

মার্টিন: তাহলে আমি আসতে পারি।

.

.

অতপর, নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ স্পেসশাটলে চড়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন মি: মার্টিন। BDC এলেন মার্টিনকে গ্রহণ করতে।

BDC: আপনাকে পৃথিবীতে স্বাগতম।

মার্টিন: ধন্যবাদ। আমার দাদার কাছে অনেক গল্প শুনেছি পৃথিবীর। আজ এখানে আসতে পারলাম।

BDC: আপনার কী কোন অসুবিধা হচ্ছে মি: মার্টিন?

মার্টিন: না, না ঠিক আছে। আপনি যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পিউটার তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। কারণ এখানকার আবহাওয়া ঠিক আমাদের গ্রহের মতই।

BDC: এখন চলুন।

মার্টিন: কোথায়?

BDC: অতিথিশালায়।

.

.

অতিথি আপ্যায়নের পর BDC মার্টিনকে একটি ভিডিও দেখাল। যেখানে মি. মার্টিন Atom Bomb (এটম বোমা) বানানো দেখলেন। পৃথিবীর মানবেরা এই বোমাই বিভিন্ন দেশে নিক্ষেপ করে তার আধিপত্য জাহির করে। ফলে যে দেশের উপর বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়, সে দেশতো ধ্বংস হয়ই তার পাশের দেশগুলোও রেহাই পায় না এ বোমার ধ্বংসলীলার হাত থেকে। বিডিসি মার্টিনকে জানালো যে, পৃথিবীতে এই বোমাগুলো এখন অধিক হারে তৈরি হচ্ছে। মার্টিন বিডিসির কাছে জানতে পারলেন, পৃথিবীর বহু দেশ নিকট অতীতে ধ্বংস হয়েছে, এখন ধ্বংস হচ্ছে।

.

.

কয়েকদিন থাকার পরে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেন মার্টিন। যাবার আগে বিডিসি তাকে এ ধ্বসযজ্ঞ থেকে বাঁচার উপায় জানাতে বললেন।

.

মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরে মি. মার্টিন রাতদিন ভাবতে লাগলেন কীভাবে তার পূর্বসুরীদের আবাসস্থল বাঁচানো যায়। এদিকে নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বিডিসি ও ভাবতে থাকলো।

দিন যায় তবুও তাদের ভাবনা ফুরোয় না। লিউ লক্ষ্য করলো মহাজ্ঞানী মার্টিন কয়েকদিন ধরে আহার পানি না করে কী যেন ভাবছেন!

লিউ: কী ভাবছেন মহাজ্ঞানী?

মার্টিন: কিছু না।

লিউ জানতে চায় মার্টিনের ভাবনার মূল রহস্য। অনেক পীড়াপীড়ির পরে মার্টিন লিউকে সব বিষয় শেয়ার করেন।

লিউ: কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

মার্টিন: মানে?

তখন লিউ মার্টিনকে তার পুরো প্লান বলে দেয় এবং মার্টিন পরক্ষণে বিডিসির সাথে প্লানটি শেয়ার করেন।

প্লানটি হলো মানুষ যখন এটম বোমাটি বানাতে পারল তখন এই মানুষই বানাতে পারবে তার বিপরীত বোমাটি। যেটা হলো Peace Bomb (পীছ বোমা বা শান্তি বোমা)। আর যে মানুষটি এই অসাধ্য সাধন করার মানসিকতা রাখতে পারে সে আর কেউ নয়, তিনি হলেন পৃথিবীর মানুষদের মঙ্গলে বেঁচে থাকা শেষ উত্তরসূরী; মি. মার্টিন।

.

লিউর পরামর্শে ও বিডিসির সহায়তায় মি. মার্টিন পীস বোমাটি বানাতে শুরু করলেন। এ বোমার মূল নির্দেশনা দিলো বিডিসি।

পীছ বোমা মানুষের রাগ, ক্রোধ, হিংসা, অত্যাচার প্রভৃতি কদাচার কাজ ও বৈশিষ্টগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করে শান্তি বয়ে আনতে পারবে। মার্টিন মনে মনে খুশী হচ্ছেন এই ভেবে যে তার গ্রহ মঙ্গলের সাহায্য নিচ্ছে প্রতিবেশী গ্রহ পৃথিবী। কেননা তিনি তো মঙ্গলের মানুষ।

.

.

.

অতপর বহু প্রতীক্ষার পরে, নির্দিষ্ট সময়ে মঙ্গল গ্রহ থেকে বিশেষ স্পেসশীপে চড়ে পৃথিবীতে পীছ বোমাটি বয়ে নিয়ে এলেন মার্টিন। ওজন স্তরের কিছুটা নিচে অবস্থানকরত: স্পেসশীপের পেছনের ঢাকনাটি খুলে গেল। বোমাটি ততক্ষনাত নিক্ষেপিত হলো পৃথিবীর বুকে। অতপর বোমাটি নিচে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল। ঘন্টাখানেক সময় নিল সম্পূর্ণ ক্রীয়া শেষ করতে।

পৃথিবীতে ততক্ষণে শান্তিন ছড়াছড়ি। সারা পৃথিবীব্যাপিয়া!

এ আনন্দঘন সময় উপভোগ করলেন বিডিসি এবং স্পেসশীপে অবস্থানরত মি. মার্টিন। ধন্যবাদ নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

এটমবোমা তৈরীর চিন্তা থেকে বেড়িয়ে আসে পৃথিবীর বিজ্ঞানীগন।

আর বাদবাকি এটমবোমাগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে নিক্ষেপ করে পৃথিবীর নতুন শান্তিকামী মানুষগুলো।